



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলা, ঝিনাইদহ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
প্রস্তাবনা	০৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮

কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ:

বিগত ৩(তিন) অর্ধবছরে ঝিনাইদহ জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় ৪২০০ টি এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০০টি পানির উৎস, ২০০ টি ওয়াশ ব্লক, ১১ টি উৎপাদক নলকূপ, ৬০ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, ০৯ টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৬০ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৯০% এ উন্নীত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ:

ঝিনাইদহ জেলাটি আর্সেনিক প্রবন এলাকায় অবস্থিত বিধায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এ জেলার বৃহৎ অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকায় তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দ। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ঝিনাইদহ জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত “টেকসই উন্নয়ন অর্জন” এর লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী, “২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা, খোলা জায়গায় মলত্যাগ নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা”।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন— ১০০০টি।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পে (মুজিব বর্ষ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা— ৫০টি।
- পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট--৪টি।
- পাবলিক স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা— ১৮টি।
- পানির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা—১২০০টি।
- মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক স্ক্রিনিং কার্যক্রমের আওতায় পানির উৎসের পরীক্ষাকরণ-৫০০০টি।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: